তারিখ 27 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইনকিলাব

বহিষ্কারের সংখ্যা এবার সবচেয়ে কম

স্টাফ রিপোর্টার

এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষায় বহিষ্কারের সংখ্যা গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার সবচেয়ে কম। বিগত কয়েক বছর ধরে বহিষ্কারের সংখ্যা কমতে থাকায় শিক্ষার মান ফিরে আসছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২০০৪ সালে এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি বোর্ডের মোট বহিষ্কার হয়েছিল ৩ হাজার ৩ শ' ৮১ জন। সেখানে এ বছর বহিষ্কার হয়েছে মাত্র ৫ শ' ৪১ জন। তবে পরীক্ষায় অসদুপায় পৃঃ ১৫ কঃ ৫

বহিষ্কারের সংখ্যা কম

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অবলম্বন করার প্রবণতা বেশ কয়েক বছর ধরেই কম। ২০০৫ সালে বহিষ্কার হয়েছিল ১ হাজার ৭ শ' ৪৫ জন, ২০০৬ সালে ১ হাজার ২ শ' ৯১, ২০০৭ সালে ৯ শ' ৯৫, ২০০৮ সালে সেই সংখ্যা কমে হয় ৭ শ' ৭ জন। পরীক্ষায় বহিষ্কারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় শিক্ষার গুণগতমান ফিরে আসছে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. আব্দুল বায়েস বলেন, শিক্ষার্থীরা আগের তুলনায় পড়ালেখায় মনোযোগী। এই ধারা অব্যাহত থাকলে শিক্ষার মান আরো ফিরে আসবে।

শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও এ বছর কমেছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কমেছে এ বছর। ৭২টি স্কুল-মাদ্রাসার কোন শিক্ষার্থী পাস করেনি। গত বছর শতভাগ ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৯১। ২০০৭ সালে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৪৮। প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পৃঃ ৫ কঃ ৩

শতভাগ ফেল

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় দেশের ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শূন্য। গতবার এ সংখ্যা ছিল ৯১টি। সে হিসেবে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে ১৯টি। এবার ১০ বোর্ডের মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডের কোন প্রতিষ্ঠানে শূন্য পাস নেই। মাদ্রাসা বোর্ডে সর্বোচ্চ ২৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৪০। এছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৭টি, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের ৩টি, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ১টি, যশোর শিক্ষা বোর্ডের ২টি, সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ১টি, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ৭টি এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ২৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি।